নতুন ধারার দৈনিক
আমাদের সময়

চা বিক্রেতার স্বপ্নের বাতিঘর

প্রকাশ | ২৮ মার্চ ২০১৮, ০০:০০ | আপডেট: ২৮ মার্চ ২০১৮, ০০:১৮

আসাদুর রহমান, মুন্সীগঞ্জ থেকে ফিরে

সামর্থ্য না থাকলেও সদিচ্ছা যে স্বপ্নপূরণ করতে পারে, সমাজপতিদের তা দেখিয়ে দিয়েছেন মুন্সীগঞ্জের চা বিক্রেতা দেলোয়ার হোসেন। পারিবারিক অসচ্ছলতার কারণে নিজের পড়ালেখা বেশিদূর এগোয়নি। এসএসসিতে অকৃতকার্য হয়ে শিক্ষাপর্ব থমকে গেলেও এলাকার সুবিধাবঞ্চিতদের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে একাই লড়ে যাচ্ছেন। তার আগে ঘুরেছেন বিভিন্ন সরকারি অফিস ও সমাজপতিদের দুয়ারে। তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য শহরের মোড়ে চায়ের দোকানের সামনেই ব্যানার টানিয়ে মানববন্ধনও করেছেন। মিলেছে কেবলই আশ্বাস। দমে যাননি এই যুবক। তার প্রচেষ্টা দেখে এগিয়ে আসেন এলাকার পঞ্চায়েত কমিটি। সবার সহযোগিতায় ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'হাটলক্ষ্মীগঞ্জ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়'। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে শিক্ষার্থীসংখ্যা পাঁচশয়ের কাছাকাছি। এদের অধিকাংশই সুবিধাবঞ্চিত, হতদরিদ্র ও দিনমজুরের সন্তান, যারা দূরে গিয়ে পড়ালেখার কথা ভাবার সাহসই করে না।

মুন্সীগঞ্জ শহরের অদূরে নদীর পাশে স্কুলের বারান্দায় ক্লাস চলছে। কথা হয় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. মোশাররফ হোসেনের সঙ্গে। স্কুল প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই স্থানীয় এই শিক্ষক এর সঙ্গে যুক্ত। তিনি বললেন, এ অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষই দরিদ্র ও দিনমজুর। এখানে কোনো স্কুল ছিল না। অন্য এলাকায় গিয়ে পড়তে হতো। এ জন্য কেউই স্কুলে যেতে চাইত না। আমরা যখন নবম শ্রেণিতে পড়ি (১৯৯৯ সালের কথা) তখন দেলোয়ার একদিন বলেÑ 'আমাদের এখানে কোনো স্কুল নেই। চলেন সবাই মিলে চেষ্টা করি।' আমরা তখন ওর কথায় গুরুত্ব দেইনি। সে এসএসসি পাস করতে না পেরে চায়ের দোকান দেয়। পাশাপাশি স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য সবার দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছিল। ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে একা একাই দাঁড়িয়ে থাকত। অবশেষে সফলও হয়েছে সে।

দেলোয়ার হোসেনের বাবা রিকশা চালান। পারিবারিক টানাপড়েনের মধ্যেও অনেক দূরের স্কুলে গিয়ে পড়ালেখা করেছেন। ২০০৪ সালের এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেন। যথাযথ গাইডলাইন না পাওয়ায় সফল হননি। পরিবারও চাপ দেয় সংসারের হাল ধরার। তাই প্রচ- ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পড়ালেখাটা আর চালিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি। শহরের নিউমার্কেট মোড়ে রাস্তার পাশেই চায়ের দোকান দিয়ে বসেন। কিন্তু শিক্ষার দরদ মুছে যায়নি তার ভেতর থেকে। কাজের ফাঁকে স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য

শিক্ষা ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আবেদন করেন। ছোট বলে তেমন পাত্তা পাননি। এলাকার মুরব্বিদের নিয়ে যাওয়ার কথা বলে বিদায় করে দেওয়া হয়। যদি হয়, এ আশায় সবার বাড়ি বাড়ি যান দেলোয়ার। আশ্বাস দিলেও কেউ পাশে দাঁড়াননি। তাতেও দমে না গিয়ে একাই ব্যানার বানিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন শহরের প্রধান সড়কের পাশে।

নিজের পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও স্কুল প্রতিষ্ঠায় এ সংগ্রামের কারণ জানতে চাইলে দেলোয়ার হোসেন বলেন, আমাদের এলাকায় কোনো স্কুল নেই। তাই দূরে গিয়া পড়তে হইতো। এখান থেকে তখন আমরা মাত্র দুইজন এসএসসি পরীক্ষা দিছিলাম। যদিও পারিবারিক সমস্যার কারণে ভালো কইরা পড়তে পারি নাই, পাস করি নাই। তখন ভাবলাম আমাদের এইখানে তো অনেক পরিবার বসবাস করে, একটা স্কুল দরকার। পড়ালেখা না করলে তো পোলাপান নেশায় জড়াইয়া পড়বো। খারাপ পথে যাইবো। কিংবা ফেরি করবো। শিক্ষিত হইতে পারবো না। আর শিক্ষিত না হইলে এলাকায় খুব একটা উন্নতিও হয় না। ওই চিন্তা থেকেই আমার চেষ্টা।

তিনি বলেন, দোকান করার ফাঁকে ফাঁকে মাতবরদের (সমাজের মাথা) কাছে যাইতাম। কিন্তু কেউ পাত্তা দিত না। একবার এলাকার এক বড় ভাই বলেÑ তোর সমস্যা কী। পাগলামি করস ক্যান। তারে কোনো জবাব দেইনি, দিলে যদি গায়ে পড়ে। একবার তো কে জানি আমার ব্যানার কাইটা ফালাইছিল। যাই হোক, এক সময় হাটলক্ষ্মীগঞ্জে একটা খাস জমির খবর পাইলাম। কিন্তু সেইটা একজনের দখলে। পরে সাবেক এক মেম্বররে অনেক বইলা-কইয়া কাগজটা নিলাম। পরে পাঁচটা ছোট পোলাপান নিইয়া একদিন খুব সকালে না খাইয়াই এমপির বাসার সামনে গিয়া বসছি। পরে এমপি সাহেব দেইখা এই জমিটা দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন। এলাকার মুরব্বি ও স্থানীয় সবার সহযোগিতায় জায়গা দখল কইরা ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় ‘হাটলক্ষ্মীগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয়’।

স্কুলশিক্ষকদের দেওয়া তথ্য মতে, ২০১১ সালের এপ্রিল থেকে বিদ্যালয়ের ক্লাস শুরু। প্রথমে তিনজন শিক্ষক নামমাত্র সম্মানীতে সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের পাঠদান দিতেন। এ ছাড়া স্থানীয় কাউন্সিলর মোসাম্মদ নার্গিস, চা বিক্রতা মো. রোমান ও মসজিদের তৎকালীন ইমাম মো. কামাল হোসেন সময় করে ক্লাস নিতেন। পরে ২০১৩ সালে পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। এখন বিদ্যালয়টিতে শিক্ষক রয়েছেন ৭ জন। মোট শিক্ষার্থী ৪৫৯ জন। গত বছর থেকে ষষ্ঠ এবং এ বছর সপ্তম শ্রেণি চালু হয়েছে।

গত ১৩ ফেব্রুয়ারি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির প্রধান শিক্ষক শম্ভু নাথ দাস মারা গেছেন। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. মোশাররফ হোসেন জানান, ২০১২ সাল থেকেই শতভাগ পাস করছে এখানকার শিক্ষার্থীরা। ২০১৫ সালে পাঁচজন ও গত বছর একজন এ প্লাস পেয়েছে।

স্কুলের সহকারী শিক্ষক মো. আফজাল মিয়া জানান, শিশুদের শিক্ষাদানে এখানকার সবাই বেশ আন্তরিক। তবে জাতীয়করণ হলে আরও ভালো হতো। দেলোয়ারের আন্তরিকতার কথাও জানান এই শিক্ষক। বলেন, দোকানে গেলে দেলোয়ার হোসেন শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার খোঁজখবর নেন।

স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হাজী সাদেক আলী বলেন, দেলোয়ার খুব ভালো ছেলে। এইখানে ইস্কুল হোক হেইডা সবাই চাইছে। তয় অয় (দেলোয়ার) ভালো উদ্যোগ নিছে। নতুন আরও একটা ঘর উঠতাছে। সবাই মিললাই আমরা করতাছি।

জানা গেছে, স্কুলের বর্তমান সভাপতি মো. মকবুল হোসেন। স্থানীয় ওয়ার্ডের কাম্সিলরও তিনি। স্কুলের নতুন ভবন নির্মাণ ও ব্যয় মকবুল হোসেন ও এলাকাবাসী বহন করছেন।

দেলোয়ার হোসেন বলেন, পারিবারিকভাবে একটু সমস্যা যাইতাছে। হের পরও গত সপ্তাহে ডিসি মহোদয়ের সঙ্গে দেখা কইরা স্কুলের জমি বরাদ্দের বিষয়ে কইছি। তিনি আশ্বাস দিয়া কইছেনÑ ব্যবস্থা নেবেন, হবে। আমি আবার যোগাযোগ করমু।

এদিকে শত ব্যস্ততার মধ্যেও নিজের পড়ালেখা চালিয়ে যাচ্ছেন শিক্ষাদরদি দেলোয়ার হোসেন। এ বছরই কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আবারও এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছেন। পাস করলে উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি হবেন। পাশাপাশি তিনি স্বপ্নের স্কুলটিকে মুন্সীগঞ্জের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখতে চান।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মোহাম্মদ গোলাম সারওয়ার

১১৮-১২১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

ফোন: ৮৮৭৮২১৩-১৮ ফ্যাক্স: ৮৮৭৮২২১ বিজ্ঞাপন: ৮৮৭৮২১৯, ০১৭৬৪১১৯১১৪

ই-মেইল : news@ dainikamadershomoy.com, editor@ dainikamadershomoy.com

---

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৭ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি